

তদব্রাহ্মণ্যমজ্ঞানবোধেন ধর্মাতিরিক্তং পরবিদ্যাক্ষণ বোধিতম্ । অতএবোক্তং
শ্রীনারসিংহে—

সনগ্রাদয়ো নিবৃত্ত্যাথো তে চ ধর্মে নিযোজিতাঃ ।

প্রবৃত্ত্যাথোমরীচ্যাচ্চামৃত্ত্বৈকং নারদং মুনিমিতি ॥”

তেন ব্রহ্মণেতি প্রাকরণিকম্ । তথা লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া শ্রবণাদীনাং স্বধর্মাস্ত-
র্গণনা চ বহিমুখানাংপি সাক্ষাদ্ভক্তিপ্রবর্তনায়ৈব । এবমগ্ৰত্রাপি অগ্নিমিশ্রভূত্যা-
দেশবাক্যেযু জ্ঞেয়ম্ । তস্মাদপি ভক্তাবেব তাৎপর্যমিতি ॥ ৭ ॥ ১১ ॥ শ্রীনারদো
যুধিষ্ঠির ॥ ৫৮ ॥

এই শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা ভগবদ্বহিমুখ ধর্মের মিথ্যাত্ব এবং ভগবদ্বর্ষেরই
অবশ্যকর্তব্যত্ব বলা হইয়াছে । অতএব বেদ অখিল ধর্মের মূল । ভগবদ্বদ্বা-
ভিজ্জনসমূহের স্মৃতিও সৌশীল্য এবং সাধুগণের আচরণ এবং আশ্রমপ্রসাদ,
এইরূপ মনুস্মৃতিবাক্য হইতেও শ্রীপাদ্ দেবর্ষি নারদ বর্ণ ও আশ্রমোচিত
আচারবর্ণন প্রসঙ্গে বিশিষ্টরূপে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ করিয়াছেন ।
যদিও শ্রীপাদ্ দেবর্ষি মনুকর্তৃক উল্লিখিত প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই,
তথাপি তাহার সার তাৎপর্য বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন । তাহা যুক্তি-
যুক্তই বটে । যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে “ধর্মঃ প্রোচ্ছিত কেতবোহত্র” এই শ্লোকে
নির্ম্মলসর সাধুগণের ধর্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছারূপে কপটতাশূন্য পরমধর্ম এই
শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন । এইরূপ উল্লেখ থাকায় এবং যে ধর্ম দ্বারাই
মন প্রসন্ন হইয়া থাকে “যেন চাত্মা প্রসীদতি” এই শ্লোকে এইরূপ উপদেশ
থাকায় আর শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।১১ শ্লোকে “ক্ৰহি ভদ্রায় ভূতানাং ; যেনাত্মা
সুপ্রসীদতি” এই শৌনকপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ১।২।৬ শ্লোকে—

“সর্বৈ পুংসাং পরোধর্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥”

এই শ্রীস্মৃত মুনির উক্তির মধ্যে “সু” শব্দটি “প্রসীদতি” ক্রিয়ার পূর্বে
উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহা হইলেই বেশ বুঝা গেল—দেবর্ষি নারদ যে
বর্ণাশ্রমধর্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ করিয়াছেন, সেই অন্বষ্ঠিত-
ধর্মে চিত্তপ্রসন্নতা ঘটে বটে, কিন্তু সুন্দর প্রসন্নতা লাভ করে না । এইজন্যই
শ্রীশৌনকের প্রশ্নেও “যাহাদ্বারা আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করে” এইরূপ
উল্লেখ করা হইয়াছে । শ্রীস্মৃতগোস্বামীর প্রত্যুত্তরে “সুপ্রসীদতি” এইরূপ
উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার তাৎপর্য এই যে, কেবল বর্ণ ও আশ্রমধর্মের
অনুষ্ঠানে চিত্তের প্রসন্নতাই মাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রবণ-কীর্তনাদিলক্ষণা
শ্রীভগবদ্বক্তির অনুষ্ঠানে আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে । অতএব